শালতোড়া নেতাজী সেনি□নারী কলেজ

শালতোড়া, বাঁকুড়া

উপস্থাপনা – পীযূষকান্তি চক্রবর্ত্তী

বিভাগ – শারীরশিক্ষা

বর্ষ – প্রথম সেমিষ্টার

বিষয় ঃ অলিম্পিক গেমসের ইতিহাস

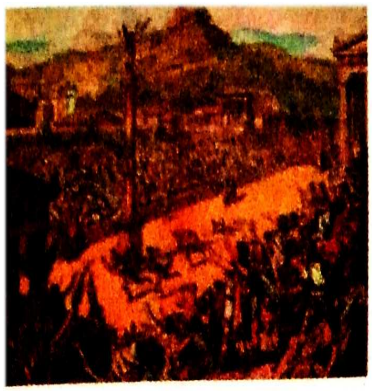

গ্রিস দেশের মানুষ ছিল ঈশ্বরবিশ্বাসী। বিশ্বে বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, কলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গ্রিকদের অবদান বিশ্ববিদিত। এদেশের বিখ্যাত মনীষী সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস□টল ও অন্যান্যদের অবদান বিশ্বের ইতিহাসে অতুলনীয়। প্রাচীন গ্রিসের মানুষ বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন রকম উৎসবের আয়োজন করত। প্রথমদিকে অনুষ্ঠানগুলি আঞ্চলিকভাবে অনুষ্ঠিত হলেও পরবর্তীকালে কিছু উৎসব জাতীয় উৎসবের রূপ নেয়।

প্রাচীন গ্রিসে কয়েকটি জাতীয় প্রতিযোগিতা ছিল — সেগুলি হলো, পাইথিয়ান গেমস্, ইস্থামিয়ান গেমস্, নিমিয়াম গেমস্, অলিম্পিক গেমস্। এদের মধ্যে অলিম্পিক গেমস্-এর গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। বর্তমানে অলিম্পিক গেমস্ হলো মানবসভ্যতার এক পরম গর্বের বিষয়।

শারীরশিক্ষার চরম ফলাফলের ক্ষেত্র হলো অলিম্পিক প্রাঙ্গণ।

সমগ্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদদের আসর প্রতি চার বছর অন্তর এখানে অনুষ্ঠিত হতো। এই প্রতিযোগিতায় যারা সফল হতো তাদের পুরস্□ত করা হতো। কোনো যুগে পশু, কোনো যুগে শস্য, কোনো যুগে অলিভ পাতার মুকুট বা স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জনির্মিত পদক দেওয়া হতো। অলিম্পিকের প্রাঙ্গণে প্রতিভাত হয় এক একটি জাতির কর্মকুশলতা, শৌর্য, বীর্য, সুস্থতা ও সবলতার স্বাক্ষর। অলিম্পিকের সূচনা থেকে (৭৭৬ খ্রিস□ পূর্বাব্দ) প্রাচীন গ্রিস দেশে উৎসবের আঙ্গিনাতেই খেলা, শারীরিক কসরত ও সংগীত -নৃত্য প্রতিযোগিতার আসর বসত।

উৎসবগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল অলিম্পিক যা অনুষ্ঠিত হতো দেবাদিদেব জিউসের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। বর্তমান সময় পর্যন্ত অলিম্পিকে যে ধারা প্রবাহিত হয়েছে, তাকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১. প্রাচীন অলিম্পিক।

২. আধুনিক অলিম্পিক।

ধন্যবাদ